এক ঈশ্বর?
নাকি
অনেক ঈশ্বর?

মূল লেখক

'কালাইমামানি'

আবদুল্লাহ্ আদিয়ার



MASFOT
Raise Yourself To Help Mankind
NABA
MAS FOUNDATION TRUST

Bengal OGMg

MAS Foundation Trust, 19, Thacker Street, Purasawalkam, Chennai 600084.

88388 92393

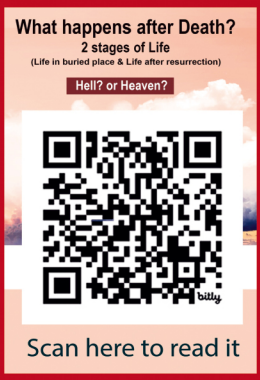
God had created the Universe and estableshed Adam (the first man) on the earth to live based on the following Three main Priciples only.
Until the doomsday these three priciples must be adhered by all.
You and your descendants must know and follow it in order to attain Paradise after death. Here are they:



Monotheism



Prophethood



Life after Death

এক ঈশ্বর?
নাকি
অনেক ঈশ্বর?

মূল লেখক
'কালাইমামানি'
আবদুল্লাহ্ আদিয়ার

বাঙলা অনুবাদ
মাহমুদুল হক

প্রকাশনায়
মাস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট
১৯ থ্যাকার স্ট্রিট, পুরাসাওয়ালকাম
চেন্নাই ৬০০ ০৮৪ , ৮৮৩৮৮ ৯২৩৯৩

বইয়ের নাম: এক ঈশ্বর? নাকি অনেক ঈশ্বর?
মূল লেখক: 'কালাইমামানি' আবদুল্লাহ্ আদিয়ার
ইংরেজি অনুবাদ: মাস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট টিম
বাঙলা অনুবাদ: মাহমূদুল হক
ইংরেজি অনুবাদ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭১
বাঙলা অনুবাদ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪
বাঙলা অনুবাদ বই প্রকাশকাল: ২৭/০৫/২০২৫ ঈসাব্দ
মাস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশনা স্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়:

MASFOT
Raise Yourself To Help Mankind
NABA
MAS FOUNDATION TRUST

মাস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট
১৯ থ্যাকার স্ট্রিট, পুরাসাওয়ালকাম
চেন্নাই ৬০০ ০৮৪ , ৮৮৩৮৮ ৯২৩৯৩

ভূমিকা

এই বইয়ের লেখক আদিয়ার ৭০ এবং ৮০ এর দশকে তামিলনাড়ুর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ভারতের মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে যার গভীর ধারণা ছিল। পরবর্তীতে, গভীর গবেষণার পর তিনি আন্তরিকভাবে ইসলাম এবং এর নীতিগুলি গ্রহণ করেন এবং তার জনগণকে সেই একেশ্বরবাদী নীতির দিকে আহ্বান জানান। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ্ আদিয়ার রাখেন।

"কালাইমামানি" (তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারের সম্মানসূচক উপাধি/** কালাইমামানি ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার।) আবদুল্লাহ্ আদিয়ার পবিত্র কুরআনের একেশ্বরবাদী আয়াতগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেছিলেন, বুঝতেছিলেন এবং উপলব্ধি করতেছিলেন এবং আয়াতগুলি বেছে নিয়েছিলেন এবং তার মন্তব্য রেকর্ড করেছিলেন যাতে বিশ্বজুড়ে সমস্ত মূর্তিপূজকরা তাদের ভুলগুলি (বহুঈশ্বরবাদী/বহুদেববাদী বিশ্বাস) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে, চিন্তা করতে এবং উপলব্ধি করতে পারেন।

যদিও ইসলামের একেশ্বরবাদী নীতি নিয়ে অনেক বই আছে, মরহুম আবদুল্লাহ্ আদিয়ারের বইটি তাদের মধ্যে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, লেখক সবকিছুই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে রেখেছেন যাতে পাঠকদের কাছে বার্তাটি স্পষ্ট হয়।

এই বইটির মূল সংস্করণ তিন দশক আগে তামিল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সারা বিশ্বব্যাপী অন্যান্য ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য এটি ইংরেজিতে ও বাংলায় প্রকাশ করা হচ্ছে।

ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ, যেকোনো বয়সের মানুষকে এটি দেওয়ার সেরা উপহার। একবার পড়ে ফেললে, আপনি এটি অন্যদের কাছেও পৌঁছে দিতে পারেন।

যেহেতু আমরা একটি উন্নত প্রযুক্তিগত যুগে আছি যেখানে সবকিছু দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাই আমরা এটিকে একটি ই-বুক - পিডিএফ সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ করছি যাতে যে কেউ সত্যের সন্ধানকারীদের কাছে যেকোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারে।

লেখক এবং যারা অবদান রেখেছেন তাদের এই কাজ আল্লাহু তা'আলা কবুল করুন! তাদের সকলকে স্বর্গ/জান্নাতের আশীর্বাদ করুন! আমীন।

- মাস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট

MASFOT
Raise Yourself To Help Mankind
NABA
MAS FOUNDATION TRUST

সূচীপত্র

১. এক ঈশ্বর? নাকি অনেক দেবতা?..... ৭
২. দু-জন দেবতা কি নেই?..... ১৫
৩. বহুঈশ্বরবাদের বেদ ২০
৪. ইসলাম একটি প্রাচীন ধর্ম ২২
৫. ছবি কি পূজা করা যাবে? ২৪
৬. ছবি (প্রতিমা) কি আপনাকে একাগ্র করতে পারে? ২৯
৭. মূর্তির কি শক্তি আছে?..... ৩১
৮. প্রাকৃতিক শক্তি কি দেবতা?..... ৩৪
৯. ঈশ্বর কি আমাদের মধ্যে আছেন? আমরা কি ঈশ্বর?..... ৩৮
১০. অবতাররা কি ঈশ্বর?..... ৪১
১১. নারী দেবতাদের কি গ্রহণ করা যেতে পারে?..... ৪৩
১২. যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে..... ৪৭
১৩. তোমার ঈশ্বর কেমন?..... ৫২
১৪. ঈশ্বরের কি প্রতিদান প্রয়োজন?..... ৫৫
১৫. পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করতে চান?..... ৫৮
সংযোজন:
১৬. মুসলিম হওয়া এবং কীভাবে মুসলিম হওয়া যায়?..... ৬৩

দ্রষ্টব্য:

এই আয়াতগুলিতে যে "আল্লাহু" শব্দটি পাওয়া যায় তা আরবী শব্দ যার অর্থ "ঈশ্বর"।

এক ঈশ্বর? নাকি অনেক দেবতা? এটা কি এক ঈশ্বর? নাকি অনেক দেবতা? এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক জ্ঞানের ভিত্তিতে আলোকপাত করা হবে।

উপরের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য আসুন এটিকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হিসেবে দেখি।

প্রশ্ন :

ইসলাম ধর্মে বলা প্রভূ/ঈশ্বরের নীতি এবং অন্যান্য ধর্মে বলা প্রভূ/ঈশ্বরের নীতির মধ্যে পার্থক্য কী? ইসলাম যে প্রভূ/ঈশ্বরের নীতি বলে এবং অন্যান্য ধর্ম যে প্রভূ/ঈশ্বরের নীতি বলে এর মধ্যে মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ইসলাম বলে যে নিঃসন্দেহে, নিঃশঙ্কচিত্তে, সন্দেহ বা সংশয় ছাড়া ঈশ্বর মাত্র একজনই। অন্যান্য ধর্ম অনেক দেবতাকে মহিমান্বিত করে এবং তাদের পূজা করে।

কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই অসংখ্য দেবতার মধ্যে কোন দেবতা বিশ্ব সহ পরিবেশ সৃষ্টি করেন, খাওয়ান, লালন-পালন করেন এবং রক্ষা করেন? তাহলে অনেক দেবতার উপাসকরা একেক রকম উত্তর দেবেন এবং একজন অন্যজনের কথার সাথে একমত হবেন না।

ভারতের একটি নির্দিষ্ট ধর্মে, তথ্য হল যে 'স্রষ্টা/ঈশ্বর' নিজেই অন্য ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ্

তা'আলা হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অভিভাবক এবং প্রতিপালক।

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, [সকল সৃষ্টির উপরে তাঁর সত্তা] এবং সেগুলোকে সাতটি আকাশে পরিণত করলেন, এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত"। (-কুরআন ২:২৯)

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, "হও", আর "তা হয়ে যায়"। (-কুরআন ২:১১৭)

তিনি আসমান ও জমিনকে সত্যিকারার্থে/সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে। (-কুরআন ১৬:৩)

আল্লাহু (তা'আলা) সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল কিছুর উপর কর্তৃত্বকারী। (-কুরআন ৩৯:৬২)

তিনিই আল্লাহু (তা'আলা), তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (-কুরআন ৪০:৬২)

কুরআনে এমন অনেক উপাখ্যানমূলক প্রমাণ রয়েছে যে ঈশ্বর একজন। কিন্তু বহু দেবতা (বহুদেববাদ) এর পক্ষে তাদের যুক্তি সমর্থন করার জন্য কি কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আছে? এতে কি এরকম কোন আয়াত বা নিদর্শন আছে? না নেই।

পবিত্র কুরআনে প্রশ্ন করা হয়েছে, বহু ঈশ্বর বা অনেক দেব-দেবীর উপাসনা সমর্থন করার জন্য কি কোন ধর্মগ্রন্থ আছে?

না কি আমি তাদেরকে এর পূর্বে [অর্থাৎ, কুরআন এর পূর্বে] কোন কিতাব দিয়েছি, যা তারা আঁকড়ে ধরে আছে? -কুরআন ৪৩:২১

বরং তারা বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একটি ধর্মের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই [সঠিকভাবে] পথপ্রাপ্ত।" -কুরআন ৪৩:২২

এটাই সত্য! বহুঈশ্বরবাদের প্রমাণ হল, "আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক দেবতাদের পূজা করতেন, আমরাও তাই করি"।

কিন্তু এই উক্তিটি কি সত্য? না! পূর্বপুরুষদের পূর্বপুরুষরা এবং তাদের পূর্বপুরুষরা কেবল এক ঈশ্বরের পূজা করতেন। এর মধ্যে যারা এসেছিলেন তারাই বহু ঈশ্বরবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। অতএব, এটা সত্য নয় যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পথে হাঁটছি বা চলছি এবং অনেক দেবতাদের পূজা বা উপাসনা করছি!

কিন্তু এই উক্তিটি কি সত্য? না! পূর্বপুরুষ এবং পূর্বপুরুষরা কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। এর মধ্যে যারা এসেছিলেন তারাই বহুঈশ্বরবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। অতএব, এটা সত্য নয় যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পথে চলি এবং অনেক দেবতার উপাসনা করি!

কিভাবে?

আমরা যদি দুই হাজার বছর আগের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে যে, তখন যেসব দেবতাদের পূজা করা হত,

তাদের আর অস্তিত্ব নেই। এখন যেসব দেবতাদের পূজা করা হত, তাদের তখন অস্তিত্ব ছিল না। প্রতিদিন নতুন নতুন দেবতাদের আবির্ভাব ঘটছে। তারা নিজেরাই খবর দিচ্ছে যে, অনেক দেবতা এখন পূজা করা হয় না এবং মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ তাদের পূজা করার জন্য কেউ অবশিষ্ট নেই।

তারা কি (বহু ঈশ্বরবাদীরা/মুশরিকরা) বহু দেবতা পূজার নীতিতে অটল? তাও না!

উদাহরণস্বরূপ - যদি তাদের এমন একজন নাস্তিকের সাথে তর্ক করতে হয় যে বলে যে ঈশ্বর নেই, তাহলে তারা যখন যুক্তি দিতে শুরু করবে যে ঈশ্বর আছেন তখন তারা কীভাবে তাদের তর্ক শুরু করবে?

এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছে? কে জীবনকে খাওয়ায় এবং লালন-পালন করে? "এ সব করার জন্য কি কোন মহান শক্তি নেই?" তাদের এইভাবেই জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাই না?

তারা কি এভাবে তর্ক করতে পারে? এই সব করার জন্য কি দুটি শক্তি নেই? তিনজন প্রভু নেই?

কারণ এক ঈশ্বরবাদী দর্শনের এমন ক্ষমতা আছে যে, সে নাস্তিককে যুক্তি দিয়ে মুড়ে সত্য উপলব্ধি করাতে পারে। বহু ঈশ্বরবাদের সেই ক্ষমতা একেবারেই নেই।

যদি আমরা সেই বহু ঈশ্বরবাদীদের/মুশরিকদের দিকে প্রশ্নটি ফিরিয়ে দেই, যা তারা নাস্তিকদের জিজ্ঞাসা করেছে, তাহলে তারা কী করবে?

বলো, "কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির নিয়ন্ত্রণ করে? কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করে আনে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনে এবং কে [সকল] বিষয় পরিচালনা করে?" তারা বলবে, "আল্লাহু তা'আলার" তাহলে বলো, "তাহলে কি তোমরা তাঁকে ভয় করবে না?" -কুরআন: ১০:৩১

পবিত্র কুরআন নবী মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সময়কার বহু ঈশ্বরবাদীদের/মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করতে বলেছে। ১৪০০ বছর আগের বহু ঈশ্বরবাদীদের/মুশরিকরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি এবং আজকের মুশরিকরাও এর উত্তর দিতে পারে না।

এমনকি বাস্তবে, বহু ঈশ্বরবাদীরা/মুশরিকরা যখন কষ্ট ভোগ করে বা নির্যাতিত হয় তখন তারা কী বলে? তারা তৎক্ষণাৎ বলে, "আমাদের উপরে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি যত্ন নেবেন,"। তারা বলে না, "দুটি ঈশ্বর আছে, পাঁচটি দেবতা আছে এবং যদি তুমি অভিযোগ করো, তাহলে তারা তোমার যত্ন নেবে"!

পবিত্র কুরআন তার ভাষায় এটাই বলেছে।

- অতঃপর যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। -কুরআন ১৬:৫৩

আরও কিছু অদ্ভুত বহু ঈশ্বরবাদী/মুশরিক আছে যারা নীতিগতভাবে স্বীকার করে যে ঈশ্বর এক, কিন্তু বাস্তবে তারা অনেক দেবতাকে বিশ্বাস করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে।

ঈশ্বর এক! এক হও!

(থিরুমন্ত্রম, থিরুমূলার)

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!

তারা এই ধরণের সব গান গায় কিন্তু বাস্তবে তারা অনেক দেবতার পূজা করে। আজও সকল ধর্মই এই ধরণের বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ইসলাম এই বিষয়ে অবিচল যে ঈশ্বর মাত্র একজন।

* নীতিগতভাবে এক ঈশ্বর।
* ইসলাম স্পষ্টভাবে বলে যে বাস্তবে ঈশ্বর একজনই।

যখন আপনি কোন মুসলিমের সাথে দেখা করেন, সে হিমবাহ - সমৃদ্ধ মেরু অঞ্চল - পাহাড়ি অঞ্চল - নদীতীরবর্তী অঞ্চল - উপকূলীয় গ্রাম - মরুভূমির হোক না কেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার কতজন প্রভূ/ঈশ্বর আছে বা আপনি কতজন প্রভূ/ঈশ্বর এর উপাসনা করেন?

জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সকলেই এক কণ্ঠে/উত্তরে বলে: -

- "আমরা এক ঈশ্বরের ইবাদত করব"। -কুরআন ২:১৩৩

- "এবং তোমাদের উপাস্য এক ঈশ্বর। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই", -কুরআন ২:১৬৩

- "আল্লাহু তা'আলা - তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই", -কুরআন ২:২৫৫

- "প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহু তা'আলা একজনই উপাস্য"। -কুরআন ৪:১৭১

- "এবং এক ঈশ্বর ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই"। -কুরআন ৫:৭৩

- "প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজনই উপাস্য", -কুরআন ৬:১৯

- "আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই।" -কুরআন ৭:৬৫

- "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পালনকর্তা কে?" বলো, "আল্লাহু তা'আলা।" -কুরআন ১৩:১৬

"তোমরা দুই [১] উপাস্য গ্রহণ করো না। তিনি [অর্থাৎ, আল্লাহু তা'আলা] একজনই উপাস্য, -কুরআন ১৬:৫১

- বলুন, "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।" -কুরআন ১৮:১১০

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে জোর দেওয়া হয়েছে যে "ঈশ্বর এক"। অতএব, ইসলাম ধর্মতত্ত্বে স্পষ্টতা, সত্যতা এবং মহিমা রয়েছে।

মুসলিমরা তারাই যারা মাথা নত করে এবং উভয় হাত তুলে প্রার্থনা করে একমাত্র ঈশ্বর আল্লাহু তা'আলাকে স্মরণ করে এবং তাঁর উপাসনা করে।



দু-জন দেবতা কি নেই?

প্রশ্ন: আমার এক অন্য ধর্মের বন্ধু জিজ্ঞেস করে, "আমাদের কেন একজনই প্রভু/ঈশ্বর থাকা উচিত? দু বা তিনজন প্রভু/ঈশ্বর দেবতা রাখায় দোষ কী?"

উত্তর: “ঈশ্বরকে রাখো?” কী? সে কি ফুল? নাকি পণ্য? “একের পরিবর্তে দুই বা তিনজন রাখো” বলা? ঈশ্বর কি তোমার পছন্দের পণ্য?

“রাখা” হল ঈশ্বরবাদের বিপরীত। ঈশ্বরবাদ হল বিশ্বাস যে “ঈশ্বর সমগ্র জীব সহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন”।

একজন নাস্তিক কেন যুক্তি দেন যে মানুষ তার কল্পনা অনুসারে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে? এর অন্য দিকটি হল দুই বা তিন বা ততোধিক দেবতাকে "ধারণ" বা "রাখতে" দাবি করা।
যারা ঈশ্বরকে দুই, তিন বা একাধিক দেবতা হিসেবে গণ্য করেন তাদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানুন।

তারা গল্প বানায় যে তাদের প্রতিটি দেবতার ক্ষমতা বেশি, তারপর তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং তারা এক দেবতাকে অন্য দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলার জন্য অবিশ্বাস্য মিথ তৈরি করে। কিছু পৌরাণিক কাহিনীতে এক দেবতার সাথে অন্য দেবতার যুদ্ধের মিথ্যা গল্প রয়েছে - যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই। তারা গল্পটি শেষ করে এক

দেবতার পরাজয় এবং অন্য দেবতার জয়ের মাধ্যমে, বিরোধীরা এটিকে "মিথ্যা" বলে অভিহিত করে এবং অবমাননাকর গল্প এবং বিতর্কের সূত্রপাত করে। ফলাফল? ইতিহাস বলে যে ভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ, মারামারি এমনকি হত্যাকাণ্ডও ঘটেছিল।

"শিব-বিষ্ণু" যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিষ্ণুতে বিশ্বাসী বৈষ্ণব রামানুজারের শিষ্য কুর্থালবানের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

শৈবধর্মের ইতিহাস অনুসারে, সমান-শৈব যুদ্ধের সময় সমান থেকে শৈবতে পরিণত হওয়ার জন্য আপ্পার ওরফে তিরুনাভুকরসারকে পাথরে বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

একইভাবে, একটি ঐতিহাসিক প্রতিবেদন রয়েছে যে জ্ঞানসম্বন্ধরের সময় আট হাজার জৈনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

যারা এই সমস্ত পড়েন তারা অন্য একটি বিকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তারা নাস্তিকতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে তারা ঈশ্বর বা ধর্ম কিছুই চায় না।

যারা একই ধর্মে অনেক দেবতাকে গ্রহণ করে, তারা মনে করে যে তাদের দেবতাদের মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত এবং সেই দেবতাদের জন্য প্রেম, বিবাহ এবং সন্তান জন্মের গল্প তৈরি করা উচিত! এর ফলাফল কী?

* তারা ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের স্তরে নিয়ে আসে।

কিছু লোক - শব্দের দুষ্কৃতিকারী - কিছু বিষাক্ত লোক - ঈশ্বরকে কামুক হিসেবে বর্ণনা করে। তারা মিথ্যা ও কামুক গল্প তৈরি করেছে এবং লিখেছে, এর ফলাফল কী?

* তারা ঈশ্বরকে তার মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত স্বভাব থেকে মানব প্রকৃতিতে অবনমিত করে বর্ণনা করে।

এই কামোত্তেজক গল্পের পাঠকরা জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর কি এমনই?" এটি বিবেচনা করে, তারা এমন হয়ে ওঠে যারা বলে, "এই হতভাগ্য মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন দেবতা নেই।"

যারা এক আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে নাস্তিকরা "অপ্রতিরোধ্য" বলে মনে হয় না।

* বহুঈশ্বরবাদী/মুশরিকদের মধ্যে, নাস্তিকরা ঝড়ের মতো আবির্ভূত হয়। তারা বারবার এবং আরও বেশি করে আবির্ভূত হবে।

তাই বহুঈশ্বরবাদ হল নাস্তিকতার উৎস, উৎস এবং উৎপত্তি এবং এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ সত্য।

এটা দেখা যায় যে, ইসলাম, যা শুধুমাত্র এক আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের একটি বিশুদ্ধ এবং উচ্চ ব্যাখ্যা প্রদান করে।

(আল্লাহু তা'আলা)

➤ পরম করুণাময়, অতীব দয়ালু। -কুরআন ১:২

➤ তাঁর কোন অংশীদার নেই। -কুরআন ৬:১৬৩

➤ তাঁর কোন সন্তানসন্ততি নেই। -কুরআন ২:১১৬

➤ তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। -কুরআন ২:২৯

➤ [সমস্ত] প্রশংসা আল্লাহু তা'আলার জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। -কুরআন ১:১

➤ ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের চেহারা/সত্তা, যিনি মহিমা ও সম্মানের মালিক। -কুরআন ৫৫:২৬-২৭

➤ প্রতিদান/প্রতিফল দিবসের মালিক/অধিপতি। -কুরআন ১:৩

➤ নিশ্চয়ই, আল্লাহু তা'আলা আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বুকের ভেতরে/অন্তরে যা আছে তা সম্পর্কে জ্ঞাত। -কুরআন ৩৫:৩৮

➤ নিশ্চয়ই, আল্লাহু তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। -কুরআন ১৬:৭৭

➤ "আল্লাহু তা'আলা ছাড়া আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য জানেনা। -কুরআন ২৭:৬৫

➤ আল্লাহু তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। -কুরআন ৯:১১৫

➤ "নিশ্চয়ই, আল্লাহু তা'আলা অশ্লীলতার আদেশ দেন না। -কুরআন ৭:২৮

➤ আল্লাহু তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। -কুরআন ২:১৮৫

➤ আল্লাহু তা'আলা শান্তির আবাসের দিকে [অর্থাৎ, জান্নাতের] দিকে আহ্বান করেন। -কুরআন ১০:২৫

ইসলামে আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর সম্পর্কে এমন মহৎ বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। যখন আমরা এগুলো পড়ি, তখন আমাদের মনে গভীর ভক্তি ও ভয়ের অনুভূতি জাগে।

*মহান আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর।

*একজন ধার্মিক ভক্ত।

উভয় অবস্থায় দেখা যায় যে, একমাত্র আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের উপাসনা করার মাধ্যমেই উপাসক ব্যক্তি এবং যার উপাসনা করা হইতেছে উভয়েই একটি বিশুদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা অর্জন করেন।

* এক আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর সত্য! সেইজন্যই আমরা বলি যে একজনই আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর আছেন।

বহুঈশ্বরবাদের বেদ।

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন, "যারা বহুঈশ্বরবাদীদের/মুশরিকদের উপাসনা করে তাদের জন্য বেদের কোন সাক্ষ্য নেই।" বহুঈশ্বরবাদীরা/মুশরিকরা কি কিছুকে তাদের ধর্মগ্রন্থ বলে উল্লেখ করে? আপনি কী বলেন?

উত্তর: তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে যা কিছু উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে - তা বেদের ইসলামী নীতির মূল ধারণা থেকে ভিন্ন।

বেদকে অবশ্যই একটি খাঁটি ঐশ্বরিক প্রকাশ হতে হবে, বিশুদ্ধ, কোন দ্বন্দ্ব ছাড়াই অপরিবর্তনীয় এবং ইসলামী নীতি অনুসারে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্ফটিক-স্পষ্ট প্রমাণ ধারণ করতে হবে।

বাইবেল এর শুরুতে এটি নবীদের (আঃ) ইতিহাস ধারণ করে এবং আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চারিত আয়াতগুলির মাঝখানে আসে।
এর পরবর্তী অংশে, নবী ঈসা (আঃ)/যীশুর ইতিহাস এবং তাঁর উপদেশ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বলা হয় যে হিন্দু ধর্মের চারটি বেদ হল ঈশ্বরের প্রতি ঋষিদের স্তোত্র। এমনকি ভগবদগীতাও মানবরূপে অবতারিত কৃষ্ণের বাণী বলে মনে হয়।

কিন্তু পবিত্র কুরআন হল আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যা তাঁর বাণী হিসেবে মানুষের জন্ম গ্রহণ করেননি।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর একজনই এবং অন্য কোন দেবতা নেই"।

আমাদের একটি বার্তার দিকে আরও গভীরভাবে নজর দেওয়া উচিত। এমনকি অনেক বহুঈশ্বরবাদী/মুশরিকের দেখানো বেদও "ঈশ্বর এক" বলে অস্বীকার করে না। এর বিরুদ্ধে তর্ক করার জন্য এটি এগিয়ে আসে না।
এখনও বহুঈশ্বরবাদী/মুশরিকদের এটি নিয়ে তর্ক করার জন্য আহ্বান করার চেষ্টা করুন। তারা এই আলোচনায় আসবে না। এমনকি যদি তারা আসে, তবুও তারা ব্যর্থ হবে। কারণ তাদের সম্পূর্ণ আস্থা নেই যে তারা যে নীতির উপর নির্ভর করে তা সত্য। পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া সমর্থকরা জিততে পারে না।

ইসলামের ইতিহাস হলো একঈশ্বরবাদ এবং বহুঈশ্বরবাদের মধ্যে একটি বিতর্ক এবং যুদ্ধ।

ইসলাম একটি প্রাচীন ধর্ম

প্রশ্ন: এটা নতুন খবর! আপনার এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।

উত্তর: এটা ধারণা করা ভুল যে, "নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং একটি নতুন ঈশ্বর এবং একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন"।

মক্কাতেই আল্লাহু তা'আলার ইবাদতের জন্য প্রথম নামাজের স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই আরব লোকেরা তাদের নামের সাথে আব্দুল্লাহ্ (আল্লাহু তা'আলার দাস) নামও রেখেছিল। নবীর পিতার নামও ছিল আব্দুল্লাহ্। কিন্তু আরবরা সেই এক ঈশ্বরের (আরবী শব্দ আল্লাহু তা'আলা) এর সাথে অনেক দেবতার পূজা শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে এই আরবরা সেই নামাজের স্থানে (যেখানে কোন মূর্তি ছিল না) অনেক মূর্তি স্থাপন করে এই বলে যে তারা উপ-দেবতা এবং সহ-দেবতা।

এই বহু দেবতাদের বিরুদ্ধেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - আল্লাহু তা'আলার কৃপায় - একটি বিতর্ক করেছিলেন এবং সকলকে একমাত্র আল্লাহু তা'আলার উপাসনা করার জন্য সতর্ক করে এক আল্লাহু তা'আলার পথে আনার চেষ্টা করেছিলেন। আজ আমাদের (ভারত) দেশে এবং বিশ্বের (অন্যান্য অনেক দেশে) মানুষ অনেক দেব-দেবীর পূজা করছে।

এর বিপরীতে, আজকের ইসলামের কাজ হল তাদেরকে এক ঈশ্বরের উপাসনা করার আহ্বান জানানো।

আমরা যখন এই কাজটি করব, তখন অনেক দেবতার উপাসকরা ভিন্নভাবে আসবেন। তারা বলেন যে আমাদের ধর্ম সহনশীল এবং গ্রহণযোগ্য এবং ভদ্রভাবে বলেন, "আমরা আমাদের দেবতাদের সাথে তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলা-কেও যুক্ত করি।"
কিন্তু যাদের ধর্মীয় নীতি এক ঈশ্বরের উপাসনা, তারা এটি কখনো গ্রহণ করেনি এবং ভবিষ্যতেও গ্রহণ করবে না।

নবীদের (আলাইহিমুস সালাম/তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। ইতিহাসের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করুন, তারা এক আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনা পরিত্যাগকারী লোকদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন এবং বহু দেবতাদের উপাসনা করার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।

নবীদের সতর্ককারী হিসেবে ইতিহাস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়কাল দিয়ে শেষ হয় এবং এরপর, শিরকের বিরুদ্ধে ধর্মীয় দর্শন প্রচারের দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় যারা নবী (সাঃ)-এর পথে বিশ্বাস করে।

ছবি কি পূজা করা যাবে?

প্রশ্ন: কেউ কেউ আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। কেউ একজন দেবতা অর্থাৎ এক ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি কি সেই এক ঈশ্বরকে ছবির মাধ্যমে পূজা করতে পারেন, - মূর্তির মাধ্যমে?

উত্তর: এভাবে প্রার্থনা করার আগে তার উচিত আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

১. উপাসকরা কি কখনও কোনও ছবি (মূর্তি) তৈরি জিনিস জীবন্ত দেখেছেন?

২. উপাসক থাকুক। তাদের (এই ছবি, মূর্তির) স্রষ্টারা কি সেই দেবতাদের সশরীরে দেখেছেন?

যদি আপনি এমন কিছু আঁকেন যা আপনি সশরীরে দেখতে পান না এবং মূর্তি হিসেবে খোদাই করেন, তাহলে তাকে কল্পনা বলা হয়!

* যারা ঈশ্বরকে সশরীরে দেখেননি, তাদের ছবি আঁকা এবং মূর্তি হিসেবে খোদাই করা "মিথ্যা"!

* ইসলামী দর্শন অনুসারে কেউ আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বরকে সশরীরে দেখতে পারে না: কারণ তিনি আমাদের চোখে অদৃশ্য।

* ইসলাম আমাদের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের ছবি তৈরি করাকে কেবল "মিথ্যা"ই নয়, বরং "পাপ" হিসেবেও বিবেচনা করে, যাকে আমরা দেখতে পাই না।

* এটি করা কেবল হত্যা এবং চুরির চেয়েও বড় পাপ নয়, বরং যেহেতু এটি আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বর সম্পর্কে মিথ্যা, তাই ইসলাম এটিকে "অমার্জনীয় পাপ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

নাস্তিকরা বলে যে ঈশ্বর মানুষের কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট, এবং এই মূর্তি এবং চিত্রগুলিই এর "হ্যাঁ" বলার একমাত্র উপায়, তাই নাস্তিকতা যেমন একটি অমার্জনীয় পাপ, তেমনি ঈশ্বরকে একটি মূর্তি বা প্রতিমূর্তিতে তৈরি করা হলে এটিও একটি অমার্জনীয় পাপ!

সমগ্র মহাবিশ্ব (পৃথিবী, মহাকাশ, পর্বতমালা, সূর্য, ছায়াপথ, সৌরজগৎ ইত্যাদি) এবং জীবন্ত প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ঈশ্বরের জন্য নিজের কল্পনায় একটি বড় পাথর খোদাই করে একটি ছবি আঁকা কি ঠিক?

তাই এটা ঠিক যে এটিকে "মিথ্যা" এবং "ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষমার অযোগ্য পাপ" হিসেবে বিবেচনা করা হয়!

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

➤ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে কম যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। - কুরআন ৪:৪৮

➤ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে কম যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহ্ তা'আলার তা'আলার সাথে শরীক করে সে অবশ্যই অনেক দূরের পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। - কুরআন ৪:১১৬

এবং এছাড়াও কুরআনের এই ধরণের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে "তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করা পাপ।"

কেন এটাকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়? তারা কীভাবে ঈশ্বরের মূর্তি এবং মূর্তি স্থাপন করে?

কেউ কেউ মানুষের আকারে হাত, পা এবং মুখ স্থাপন করে এবং চার বাহু, আট বাহু এবং ষোলটি বাহু দেখানো হয়।

একইভাবে ভারতে কিছু দেবতাদের হাতে অস্ত্রও দেওয়া হয়। সর্বশক্তিমানের জন্য অস্ত্র কেন? নিরাপত্তার জন্য? নাকি অন্যদের ধ্বংস করার জন্য?

* ঈশ্বর যা মনে করেন তাই করার ক্ষমতা রাখেন, ঈশ্বরের জন্য অস্ত্র? -, এটা কি তাকে দুর্বল - শক্তিহীন দেখায় না?
* কিছু মানুষ যখন নারী দেবতাদের মূর্তি হিসেবে তৈরি করে, তখন নারীদের গোপনাঙ্গ খোদাই করা কতটা বড় পাপ?

গল্পটি এমন যে, একজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী তার প্রেমিকা (রাজার কন্যা - রাজপরিবারের একজন) যাকে তিনি ভালোবাসতেন তাকে একজন নারী দেবী হিসেবে এঁকেছিলেন। একজন পুরুষের প্রেমিকাকে দেবী হিসেবে বিশ্বাস করা এবং পূজা করা কত বড় পাপ?

যদি আপনি খোদাই করা পাথর দিয়ে ঈশ্বর তৈরি করেন, একটি মূর্তি তৈরি করেন, একটি ছবি আঁকেন এবং বলেন, "এটিই ঈশ্বর" - তাহলে কি ঈশ্বর রাগ করবেন না?

উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ আপনার দিকে না তাকিয়েই আপনার ছবি আঁকে - এবং আপনার ছবিকে - মূর্তিতে পরিণত করে এবং কাউকে বলে যে, এটাই আপনি?

যদি কেউ আপনাকে দেখায় যে আপনি সেই মূর্তি এবং ছবিতে তিনটি মাথা, চারটি বাহু এবং আটটি পা নিয়ে আছেন, তাহলে আপনি কতটা রেগে যাবেন?

কেউ যখন তোমাকে একজন ধ্বংসশীল মানুষ হিসেবে মিথ্যা ছবি এবং মূর্তি তৈরি করে, তখন তুমি রাগ করো বা না করো...

* যার শুরু ও শেষ নেই, যিনি অনাদি ও অনন্ত
* যার জন্ম নেই ও মৃত্যু নেই
* কেউ কখনও দেখেনি - এমন মহান শক্তি যা দেখা যায় না - সর্বশক্তিমান আল্লাহু তা'আলার এর মিথ্যা ছবি বা প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাহলে তা কি "অমার্জনীয় পাপ" নয়?

ছবি (প্রতিমা) কি আপনাকে একাগ্র করতে পারে?

প্রশ্ন: তারা বলে যে "উপাসনা/ধ্যানে চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য" - ঈশ্বরকে একটি প্রতিমূর্তি আকারে সৃষ্টি করা হয়েছিল!

উত্তর: মুসলমানরা হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে..

২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) মুসলিম উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোনও মূর্তি বা প্রতিমা ছাড়াই উপাসনা করে! তারাও আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন! তাই এটা মিথ্যা যে আপনার সামনে একটি ছবি বা প্রতিমা থাকলেই মন একত্রিত হবে।

একটি জাহাজ সমুদ্রের মাঝখানে যাত্রা করছে। ঝড় উঠছে। মনে হচ্ছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যেখানে সবাই ডুবে মারা যাবে। জাহাজে কোনও ছবি নেই, কোনও মূর্তি নেই। তারা কী করবে? যারা ছবি এবং মূর্তির পূজা করে তারা কি মূর্তি ছাড়া ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থনা করবে না? তারা কি বিপদের কথা শুনবে না?

এমনকি যদি আপনি অনেক দেশের ইতিহাস - পুরাণ - দেখেন, তাহলেও বলা হয় যে মহান ঋষিরা মূর্তি ছাড়াই একা বসে প্রার্থনা বা ধ্যান করতেন?

* অতএব, এটা ভুল যে, যদি শুধুমাত্র কোন ছবি বা মূর্তি থাকে, তবেই মন ঐক্যবদ্ধ হবে এবং ঈশ্বরের উপাসনায় জড়িত হবে।

মূর্তির কি শক্তি আছে?

প্রশ্ন: কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে মূর্তিগুলি শক্তিশালী?

উত্তর: কিন্তু আসলে তা নয়। তাদের নিজস্ব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে চোরেরা মূর্তিগুলো চুরি করে বিদেশে বিক্রি করে।
ভারতের একজন হিন্দু সিদ্ধ তবথিরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী (১৮৫২ - ১৯২৯) তার "প্রতিমা পূজার নিন্দা" বইতে মূর্তিগুলোর শক্তিহীনতার কথা বলেছেন। "প্রতিমার কোন শক্তি নেই"।

আমরা চোরদের কিছু বিখ্যাত মন্দিরে ঢুকে অগণিত সম্পদ চুরি করতে দেখি। আমরা এমন গল্পও জানি যেখানে কিছু মন্দিরে (অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিরা) মূর্তিগুলো অপবিত্র করা হয়েছিল এবং মূর্তিগুলো উল্টে রাখা হয়েছিল।
এমনকি একটি পিঁপড়ে বা মশাও তাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু এই মূর্তিগুলো নয়।

যদি মূর্তিগুলো সত্যিই শক্তিশালী হয়, তাহলে চোরেরা মন্দিরে ঢুকে চুরি করার আগেই তাদের কি রক্ষী, পুরোহিত, ধর্মকথ, ভক্ত, পুলিশ ও অন্যান্যদেরকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল না যে "চোর আসছে"?

এমন সতর্কীকরণ সত্ত্বেও, যখন চোরেরা মূর্তিটি চুরি করে দৌড়ে যায়, তখন কি চোরদের হাত-পা আটকে যাওয়া আর দৌড়াতে না পারা উচিত ছিল না?

যেন যখন জনসাধারণ (পরের দিন সকালে) চোরদের এইরকম (আটকে) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে, তখন যাদের কোন ধার্মিকতা নেই, সেই মহাপাপীদেরও ধার্মিকতা থাকবে! সেই চোরদেরও উচ্চ ভক্তি থাকবে এবং তারা সঠিক পথে চলে আসবে!

যদি মূর্তিগুলো আরও শক্তিশালী হয়, তাহলে চোরদের মনে চুরি করার চিন্তা না আসার জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত ছিল! অনেক সৈন্য মন্দিরের মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং অলংকার নিয়ে যায়। তাহলে কেন এই মূর্তিগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছিল?

যদি ঐ মূর্তিগুলোর অন্তত একটু শক্তি থাকে, তাহলে কি তারা অন্তত প্রয়োজনীয় নিজ নিজ সময়ে তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে পারবে?

এই ব্যক্তিত্বহীন মূর্তিগুলো কি আমাদের রক্ষা করবে? আমাদের রোগ নিরাময় করবে? এটি কি সন্তানসন্ততি (সন্তান) দেবে? সম্পদ দেবে?

বশিষ্ঠ মহামুনি* বলতেন; যারা মূর্তি পূজা করে এবং যজ্ঞ, উপবাস, দান এবং নৃত্য করে, তারা পশু!

সুতরাং আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে হিন্দুধর্মের ঋষিরাও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছিলেন।

খ্রিস্টানরা যে বাইবেল পাঠ করেছিল তার প্রথম অংশ, পুরাতন নিয়ম, মূর্তিপূজার বিরোধিতার ইতিহাস। এমনকি তাদের মধ্যে কিছু মূর্তি ভাঙার ইতিহাসও রয়েছে। এই বইটি প্রমাণ করে যে মূর্তির কোনও ক্ষমতা নেই।

---

*বশিষ্ঠ মহামুনি, (অর্থাৎ 'অত্যন্ত উৎকৃষ্ট') কালিকা বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ, বৈদিক ঋষিদের একজন। আদি শঙ্কর তাকে হিন্দু দর্শনের বেদান্ত বিদ্যালয়ের প্রথম ঋষি বলে অভিহিত করেছিলেন। রামায়ণে বশিষ্ঠ ছিলেন রঘু বংশের রাজ পুরোহিত এবং রাম ও তার ভাইদের শিক্ষক। মহাভারতে আছে, বশিষ্ঠ সুমেরু পর্বতের কাছে একটি মনোরম স্থানে ধ্যান করতেন।

ঋগ্বেদের শ্লোক ৭.৩৩.৯-এ, বশিষ্ঠকে বর্ণনা করা হয়েছে একজন পণ্ডিত হিসেবে, যিনি সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন (বর্তমান ইরান অঞ্চল থেকে) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বশিষ্ঠ মুনি সপ্তর্ষি হিসেবে পরিচিত। তিনি 'ঋগ্‌বেদে'র সপ্তম মণ্ডলের ও অন্যান্য বেদের ঋষি। বশিষ্ঠকে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের প্রধান রচয়িতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বশিষ্ঠ এবং তার পরিবারের উল্লেখ ঋগ্বেদের ১০.১৬৭.৪ শ্লোকে, অন্যান্য ঋগ্বেদীয় মণ্ডল এবং বহু বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ মহামুনির স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী। ভারতের আসাম প্রদেশের রাজধানী গুয়াহাটি শহরের ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে সন্ধ্যা চল পাহাড়ে তার আশ্রম রয়েছে। যা বশিষ্ঠাশ্রম দেবালয় নামে পরিচিত।

প্রাকৃতিক শক্তি কি দেবতা?

প্রশ্ন: কিছু মানুষ সূর্য, বাতাস, আগুন, চাঁদ, তারা ইত্যাদির পূজা করে এবং এই দাবি করে যে এসব প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের জন্য আশ্চর্যজনক শক্তি? তাই না?

উত্তর: যদিও সবই শক্তি বা আশ্চর্য, কিন্তু এগুলোরও ধ্বংস আছে। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণে আসার প্রবণতা রয়েছে।

রাতে সূর্যের পূর্ণ আধিপত্য থাকে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন যে সূর্য নিজেই একদিন ধুলোয় মিশে যাবে।

বিজ্ঞান আজ বলে, চাঁদ এবং তারকারাজিও ধ্বংস হবে।

বাতাস এবং আগুন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এমন কিছু সময় এবং স্থান আছে যেখানে কোনও বায়ু বা আগুন থাকে না। যেমনঃ (মহাকাশের শূন্য স্থান)।

অতএব, যদিও এরা সকলেই শক্তিশালী, তবুও এরা নশ্বর এবং নিয়ন্ত্রণের অধীন, তাই এরা সেই শক্তিশালী ঈশ্বর হতে পারে না যার উপাসনা করা উচিত।

যদি তুমি দেবতা হিসেবে তোমাকে আকর্ষণ/অবাক করে এমন সবকিছুর প্রার্থনা বা উপাসনা শুরু করো, তাহলে লক্ষ লক্ষ দেবতার আবির্ভাব হবে। হিন্দু ধর্মে বলা হয় যে তিনশো ত্রিশ কোটি (তেত্রিশ

কোটি) দেবতা রয়েছে। যদি আমি এটি লিখে রাখি, তাহলে আমি এর মধ্যে আশ্চর্য দেখতে পাব। ৩৩০,০০০,০০০ (৩৩,০০,০০,০০০) হল সেই সংখ্যা যা লিখে অবাক করা যায়।

তারা কি এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে - বিশেষ করে নিরাকার শক্তিগুলিকে (শক্তি) - নিরাকার মনে করে এবং তাদের যেমন আছে তেমনভাবে পূজা করে? না, মোটেও না। তারা একটি মূর্তি বা ছবিও তৈরি করে এবং এটি উদযাপন করে এবং প্রার্থনা করে। এর ফলে, মূর্তির সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ (কোটি) বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি মূর্তিকে ঘিরে প্রতিটি গল্প বোনা হয় - কোটি কোটি গল্প মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতার বাইরে তৈরি হয়।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে, কেবলমাত্র তিনজনকে প্রধান দেবতা হিসেবে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারপর শক্তিগুলিকে (শক্তি) দেবতা বানানো হয়েছিল। এরপর পশু, গাছ, পাখি এবং নদী সকলকেই দেবতা এবং মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছিল।

এইভাবে উদ্ভূত মূর্তিপূজা এবং বহুঈশ্বরবাদের অজ্ঞ ধারণাগুলি দূর করার প্রজ্ঞা পবিত্র কুরআন জুড়ে বলা হয়েছে। নবী ইব্রাহিমের (আঃ) ইতিহাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতে এই কথা বলা হয়েছে।

➤ আর [স্মরণ করো, হে মুহাম্মাদ], যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।" -কুরআন ৬:৭৪

➤ আর এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান ও যমীনের রাজ্য দেখিয়েছিলাম যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। -কুরআন ৬:৭৫

➤ অতএব যখন রাত তাকে [অন্ধকারে] ঢেকে ফেলল, তখন সে একটি তারা দেখতে পেল। সে বলল, "এটি আমার রব।" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল [অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল], তখন সে বলল, "আমি অস্ত যাওয়াদের পছন্দ করি না ।" -কুরআন ৬:৭৬

➤ এবং যখন সে চাঁদকে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, "এটি আমার রব।" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন সে বলল, "যদি আমার রব আমাকে পথ না দেখান, তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।" -কুরআন ৬:৭৭

➤ আর যখন তিনি সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন, তখন বললেন, “এটি আমার প্রভু; এটিই বৃহত্তর।” কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন বললেন, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা’আলার সাথে শরীক করো, আমি তাদের থেকে মুক্ত। -কুরআন ৬:৭৮

➤ নিশ্চয়ই, আমি আমার মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়েছি যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সত্যের দিকে ঝুঁকেছি এবং আমি আল্লাহ্ তা’আলার সাথে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। -কুরআন ৬:৭৯

যারা উদারভাবে অনেক দেবতা গ্রহণ করে এবং সমস্ত (প্রাকৃতিক) শক্তির উপাসনা করে, তারা কীভাবে কেবল একজন ঈশ্বরের উপাসনাকারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ?

"ঈশ্বর এক নন, বরং অনেক দেবতা আছেন" এই দার্শনিক যুক্তি দিয়ে কি এটা প্রমাণ করা যায়?

সূর্য, আগুন, বাতাস ইত্যাদি কি তাদের উপাসনাকারীকে কোন বিশেষ আলো, উষ্ণতা, কোমলতা দেয়? অনেক দেবতা হিসেবে পূজা করা গরুর মতো প্রাণীদের কি কোন বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়? না!

সুতরাং যারা এক ঈশ্বরের সাথে সমান্তরালভাবে অনেক দেবতার পূজা করে, দুর্বল ঈশ্বরের দিকে তাদের নিরাপত্তার জন্য ছুটে যায়। পবিত্র কুরআন একটি উদাহরণ দিয়ে এটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে।

➤ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যদের সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সার মতো, যে একটি ঘর তৈরি করে। আর প্রকৃতপক্ষে, সবচেয়ে দুর্বল ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত। -কুরআন ২৯:৪১

অতএব, পৃথিবীর শক্তির (সূর্য, চন্দ্র, আগুন) ইত্যাদি পূজা করার জিনিস যা শেষ পর্যন্ত একদিন শুধু বৃথা এবং ধ্বংস-ই হতে পারে।

ঈশ্বর কি আমাদের মাঝে আছেন?
আমরা কি ঈশ্বর?

প্রশ্ন: কিছু মানুষ বিশ্বাস করে, "আমিই ঈশ্বর - আহাম্ব্রামা" অথবা "ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন"। সবাই ঈশ্বরের রূপ অর্থাৎ উপাদান (-অংশ)। এটা কি সঠিক?

উত্তর: না, "আমরা আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের। আমরা আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের শক্তিতে আবদ্ধ" এই উক্তিটিই উত্তম এবং সঠিক।

কেউ কেউ বলেন যে "আমাদের মধ্যে ঈশ্বর" ধারণাটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যে জীবনের নিঃশ্বাস ঈশ্বর থেকে প্রথম মানুষ আদমের (আলাইহিস সালাম/তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে এবং তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এসেছিল।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রাচীনকালের রাজারা অহংকার বশত নিজেদের ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

ফেরাউন - মিশরের রাজা

নামরুদু - মধ্য এশিয়ার রাজা

ইরানয়ান - ভারতের রাজা

সেই তালিকা আরও দীর্ঘ। কিন্তু যখন এই সমস্ত মানুষ মারা যায় বা নিহত হয়, তখন তারা বলে না "ঈশ্বর মারা গেছেন" বা "ঈশ্বর নিহত হয়েছেন।" যে মারা যায় বা খুন হয় সে কি ঈশ্বর হতে পারে? প্রশ্ন ওঠে। আমরা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা আবদ্ধ এই ধারণাটি যথাযথ।

আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর নিজেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন; তিনি আমাদের রক্ষা করছেন; আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর নিজেই আমাদের ধ্বংস করেন; যারা বিশ্বাস করেন যে বিচারের দিনে একমাত্র আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বরই শাস্তি এবং পুরষ্কার দেবেন। সত্য বক্তব্য হল "আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং আমরা তাঁর সৃষ্টি।"

* আমরা সৃষ্টিকর্তা নই
* আমরা তাঁরই সৃষ্টি

ঈশ্বর আমাদের ভেতরে আছেন বলে দাবি করা, ঈশ্বরের নিয়ম-নীতি/ব্যাকরণের বিপরীতে - এবং আমরাই ঈশ্বর বলে দাবি করা একটি অবাস্তব যুক্তি।

কোনও মানুষ নিম্নলিখিত নিয়ম-নীতি/ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে কাজ করতে পারে না।

- জন্ম, - নির্দোষতা, - শৈশব - অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ, - শিথিলতা, - অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার, - জমা হওয়ার ধরণ, - কামনা-সম্পর্কিত সন্তানের প্রজনন, - বার্ধক্য, - বার্ধক্য এবং - মৃত্যু।

অতএব, এটা ভাবা অসম্ভব যে, উপরোক্ত ব্যাকরণের অধীনস্থ মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে ধারণ করেছে। ঈশ্বর হওয়ার ভান করা সম্ভব নয়।

তাহলে কি এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঈশ্বর মানুষের থেকে অনেক দূরে কোথাও আছেন? ইসলাম সুন্দরভাবে উত্তর দেয়।

➤ আমি সত্যিই কাছে আছি, যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই।. -কুরআন ২:১৮৬
➤ আমি তার ঘাড়ের ধমনী অপেক্ষাও তার নিকটবর্তী। -কুরআন ৫০:১৬
➤ আর আমরা [অর্থাৎ, আমাদের ফেরেশতারা] তোমাদের চেয়ে তার নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না -
কুরআন ৫৬:৮৫

আমি ঈশ্বর! অথবা আমাদের ভেতরে থাকা ঈশ্বরের চেয়ে আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর আমাদের কাছেই আছেন, এ মতামতটি কত সুন্দর!

অবতাররা কি ঈশ্বর?

প্রশ্ন: বলা হয় যে ঈশ্বর মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন। এই অবতার ধারণার উত্তর কী?

উত্তর: ঈশ্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে ভালো মানুষদের রক্ষা করেছিলেন এবং শক্তিশালীদের ধ্বংস করেছিলেন বলা ঈশ্বরের শক্তিকে অবমূল্যায়ন করা।

তিনি মানুষের রূপ ধারণ না করেও তা করতে পারেন। অথবা ঈশ্বর পৃথিবীর কিছু মানুষকে খারাপ লোকদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা দিতে পারেন এবং তাদের ধ্বংস করতে পারেন। কেন তিনি উপরোক্ত কাজগুলি করার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসবেন?

তদুপরি, পৃথিবীতে আসার জন্য মানুষের রূপ ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে একজন নারীর গর্ভ থেকে জন্ম নিতে হবে যা ঈশ্বরের জন্ম এবং মৃত্যু নেই এই নীতির পরিপন্থী।

যখন তিনি মানুষ হিসেবে এসেছিলেন, তখন তাকে শৈশব, বয়ঃসন্ধি, কামনা এবং সন্তান ধারণের এমন একটি গল্প বুনতে হয়েছিল যা দেবত্বের অপমান যোগ করবে। ঈশ্বর কি এটা করতে পারেন? কেবল নাস্তিকরাই নয়, বিশ্বাসীরাও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে।

হিন্দু পুরাণে ঈশ্বরের অবতার
* রাম বালীকে লুকিয়ে হত্যা করেন।
* ধর্ম রক্ষার জন্য কৃষ্ণ অধর্ম করেন।
* প্রেম শেখাতে আসা যীশু গির্জায় চাবুক মারেন এবং মারধর করেন।

যদিও এই কর্মকাণ্ডের জন্য হাজার হাজার কারণ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, "ঈশ্বর কি এটা করতে পারেন?" প্রশ্নটি থেকেই যায়।

ঈশ্বরের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; যদি আমরা এই সত্যটি মেনে নিই যে তিনি মানুষ হিসেবে অবতীর্ণ হন না, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে ঈশ্বর এই সমালোচনা থেকে দূরে থাকাই ভালো। ইসলাম এই বিষয়টির উপর জোর দেয়।

ঈশ্বর অবতীর্ণ হন না। বরং তিনি মানুষের মধ্য থেকে তাঁর বার্তাবাহকদের বেছে নেন। তিনি ভালোকে রক্ষা করার এবং খারাপকে বিরোধিতা করার আদেশ দেন। এটা কত সুন্দর সত্য।

তাই না এটা সত্য যে ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি মানুষের অবতার গ্রহণ করেছিলেন। এটি বিশুদ্ধ ধার্মিকতার জন্যও উপযুক্ত নয়।

নারী দেবতাদের কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

প্রশ্ন: যারা পুরুষ দেবতাদের পূজা করে তারা নারী দেবতাদেরও পূজা করে, এটা কি সঠিক?

উত্তর: কেউ কেউ নারী দেবতাকে পুরুষ দেবতার চেয়ে বেশি শক্তিশালী করে তোলে। আবার কেউ কেউ পুরুষ দেবতার স্ত্রী এবং সমান ক্ষমতা হিসেবে একজন নারী দেবতা তৈরি করে এবং কেউ কেউ পুরুষ দেবতার কন্যা হিসেবে নারীদের তৈরি করে। এর ফলাফল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

দেখা যায় যে অনেক গল্প এবং কল্পনাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য যুক্ত করা হয়েছে এবং যার ফলে বিশুদ্ধ দেবত্ব ধ্বংস হয়েছে।

হিন্দুধর্মে কেউ কেউ আদিপরাশক্তিকে মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে গল্প তৈরি করে।

* যদি নারীশক্তি না থাকে, তাহলে শিব কাজ করতে পারবেন না।

* বাইবেলে, মারইয়াম/মরিয়ম (আঃ) এর গল্প রচিত হয়েছে, যিনি কোনও অলৌকিক কাজ করেননি - প্রচার করেননি, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহু তা'আলার/ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঈসা (আঃ)/যীশু খ্রিস্টকে জন্ম দিয়েছিলেন। মারইয়াম/মরিয়ম (আঃ) তিনি ঈসা (আঃ)/যীশু খ্রিস্ট এর মাতা।

* নবীর যুগেও আরবে এই গল্পটি বানানো হয়েছিল যে, পরাক্রমশালী দেবীরা হলেন আল্লাহু তা'আলার কন্যা। তাদের মূর্তিগুলি মক্কায়ও রাখা হত।
আমরা যদি এই দেবীদের এবং সাধারণভাবে মেয়েদের/মহিলাদের স্রষ্টাদের জিজ্ঞাসা করি;
একজন মহিলা কি পূর্ণাঙ্গ প্রথম শক্তি হিসেবে দৌড়াতে পারে? বাস্তব জীবনেও কি তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ আদিম শক্তি হতে পারে?

যাই হোক না কেন - আপনি তাদের অনেকবার স্বীকার করতে দেখতে পাবেন যে আমি একজন মেয়ে (তাদের দৈনন্দিন কাজে অক্ষমতা এবং দুর্বলতা রয়েছে)। সত্য হল যে তারা পুরুষের আধিপত্য বা সহায়তা ছাড়া কাজ করতে পারে না।

গল্পটি তাদের সম্পর্কেও কাল্পনিক হওয়া উচিত যারা নারীদের দেবী বানিয়েছিলেন - বয়ঃসন্ধি - যৌন - বিবাহ - সন্তান। যৌন অঙ্গ সম্পর্কেও এটি বলা উচিত। ঐ কল্পনাগুলি দেবত্বের উত্থানকে ভেঙে ফেলার প্রবণতা রাখে। পবিত্র কুরআন এই দেবতাদের সম্পর্কে কী বলে?

➤ কিন্তু তারা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, অথচ তারা সৃষ্ট, এবং নিজেদের জন্য কোন ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয় এবং মৃত্যু, জীবন বা পুনরুত্থানের [ক্ষমতা] রাখে না। -কুরআন ২৫:৩

➤ এবং তারা জ্ঞানহীনভাবে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা রচনা করেছে। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। কুরআন ৬:১০০

বাস্তব জীবনে তারা (আরবের তৎকালীন লোকজন) কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে গ্রহণ করতে পছন্দ করতো না। তাদের কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে তারা নিজেদের চেহারা বিকৃত করে ফেলতো বা ভ্রু কুঁচকে ফেলতো।
নারীগণ একমাত্র এবং একক উপাস্য আল্লাহু তা'আলার কন্যা, পবিত্র কুরআন এই কথাটি অস্বীকার করে।

➤ এবং তারা আল্লাহু তা'আলার প্রতি এমন কিছু আরোপ করে যা তারা অপছন্দ করে [অর্থাৎ, কন্যা]। -কুরআন ১৬:৬২

➤ (হে নবী মুহাম্মাদ!) তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, "তোমার প্রতিপালকের কি কন্যা সন্তান আছে অথচ তাদের পুত্র সন্তান আছে? নাকি আমরা ফেরেশতাদেরকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছি অথচ তারা সাক্ষী ছিল?" নিঃসন্দেহে, তাদের [বানানো] মিথ্যা থেকে তারা বলে, "আল্লাহু তা'আলা সন্তান জন্ম দিয়েছেন," এবং প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী। -কুরআন ৩৭: ১৪৯ – ১৫২

অতএব, ইসলাম এই ধারণা গ্রহণ করে না যে নারী প্রথম দেবতা, নারী ঈশ্বরের সহধর্মিণী, নারী ঈশ্বরের মা (দেবমাতা) অথবা ঈশ্বর কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। বিপরীতে, এটি এমন একটি মতামত যা যুক্তিসঙ্গত যুক্তির সামনে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

সার-সংক্ষেপ/সংক্ষিপ্তসার (আবার স্মরণ করা)

প্রজ্ঞা/জ্ঞান-১

যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে

প্রিয় সকল!

আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? যদি হ্যাঁ হয়, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! পরবর্তী প্রশ্ন - আপনি কি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে অনেক ঈশ্বর আছে? - যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে অনেক ঈশ্বর আছে, তাহলে কিছু প্রশ্ন ওঠে।

আপনি কি কখনও কোন নাস্তিক (অথবা ঈশ্বর অস্বীকারকারী) এর সাথে বিতর্ক করেছেন যে ঈশ্বর আছেন? অথবা অজ্ঞ মানুষ এবং শিশুদের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য বলেছেন?

সেই আলোচনায় আপনি এই পৃথিবী সহ মহাজাগতিক মাধ্যমের গতিবিধি সম্পর্কে উল্লেখ করবেন - সমর্থন ছাড়াই ঘূর্ণায়মান গোলক সম্পর্কে, নিয়মিতভাবে ঘটে যাওয়া ঋতু সম্পর্কে, এর ফলে সৃষ্ট বিশ্ব সমৃদ্ধি সম্পর্কে, তাদের মধ্যে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে, মাতৃগর্ভে এক ফোঁটা জীবনদায়ক জলের মাধ্যমে শিশুর জন্মের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে।

পৃথিবীর অদ্ভুত আশ্চর্য বিষয়গুলো সম্পর্কে নাস্তিকদের কাছে আপনি কী প্রশ্ন করেন? ঈশ্বরের প্রতি আপনার বিশ্বাস নিশ্চিত করার জন্য আপনি কী ধরণের প্রশ্ন করেন?

আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন যে এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী একটি শক্তি আছে? আপনি কি এভাবেই জিজ্ঞাসা করছেন? তাই না?
তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাস শুরু হয় "এক" (এক ঈশ্বর) দিয়ে।

কিন্তু কিছু লোক মনে করে যে অনেক দেবতা আছে; এবং তাদের উপাসনা করে। এটি কি এক ঈশ্বরের প্রাথমিক যুক্তি থেকে আলাদা নয় এবং যা সত্য বলে মনে করা হয় তার বিরোধিতা করে না?
যদি এক ঈশ্বর ছাড়াও দুটি দেবতা থাকে - তাহলে দ্বন্দ্ব - কলহ - ঝগড়া হবে। অনেক দেবতার গল্প দেখুন। এটি এমন হবে যেন দুটি দেবতা একে অপরের সাথে লড়াই করছে।

এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের আরেকটি সত্য তত্ত্ব হল, ভক্তরা একমাত্র ঈশ্বরের প্রশংসা ও উপাসনা করে, তাই আমরা যাকে উপাসনা করতে পারি তাকে অবশ্যই আমাদের চেয়ে উচ্চতর এবং পবিত্র হতে হবে।

তাই আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি, তিনি আমাদের মতো আমাদের পিতামাতার ইচ্ছার দ্বারা জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। ঈশ্বরকে অবশ্যই আমাদের চেয়ে পবিত্র এবং উচ্চতর হতে হবে, যিনি কারও ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেছেন (এমন হওয়া যাবেনা)। ঈশ্বরকে অবশ্যই জন্মহীন/অজন্ম হতে হবে।

অনেক দেবতার নীতি আমাদেরকে ঈশ্বরের জন্য একজন স্ত্রী, মা, পিতা এবং সন্তান কল্পনা করতে প্ররোচিত করে। এই বহুঈশ্বরবাদ সর্বোচ্চ এবং পবিত্র ঈশ্বরকে সবচেয়ে নীচু, সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং ঘৃণ্য মানুষের মর্যাদায় অবনমিত করে।

তোমরা যারা ধার্মিক, তোমরা অনেক কিছুর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করো। বিশেষ করে তোমাদের চাহিদার জন্য প্রার্থনা করো। মানুষের চাহিদার মধ্যে একটি হল স্ত্রীর গুণমান এবং সে যে শারীরিক আনন্দ প্রদান করে।

আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি তিনি কি একজন পুরুষ-প্রয়োজনীয় স্ত্রী এবং কামপ্রিয় হবেন? এমন চিন্তা করা পাপ!

অতএব, ঈশ্বর এমন একজন ব্যক্তি হওয়া উচিত যিনি কোনও প্রয়োজন ছাড়াই স্ত্রী এবং শারীরিক আনন্দ চান না এবং সেই প্রয়োজনের বাইরেও অত্যন্ত পবিত্র হওয়া উচিত।

ঈশ্বরের স্ত্রী এবং সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করা মানুষের সাথে এবং ঈশ্বরকে অসম্মান করার সমতুল্য। স্ত্রী এবং সন্তান সহ দেবতাদের গল্পগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন। ভাষ্যগুলি সাধারণ মানব পরিবারের মতোই ঝগড়া এবং ঝগড়া হয়। এটি কি ঈশ্বরকে অসম্মান করে না? একটু ভেবে দেখুন!

তাহলে এখন আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি তা এমন একজন হওয়া উচিত যার উপরে উল্লিখিত দোষ-ত্রুটি নেই এবং একই সাথে কেবল গুণাবলীও রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! পৃথিবীতে কি এমন কোন ধর্ম আছে যেখানে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে যেমনটি আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন?

আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর এক!
আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর কারও কাছ থেকে জন্ম নেননি/জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর থেকেও কেউ জন্ম নেয় না/জন্মগ্রহণ করে না।
আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের কোন অভাব নেই।
আল্লাহু তা'আলার/ঈশ্বরের কোন স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা নেই।
তিনি অত্যন্ত পবিত্র।

সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম যা উপরোক্ত গুণাবলীর কথা বলে।
এটাই ইসলাম!
ইসলামের প্রভূ/ঈশ্বর - পবিত্র প্রভূ/ঈশ্বর "আল্লাহু তা'আলা"!
আল্লাহু তা'আলা শব্দটি কেবল আরব দেশ এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা কোনও প্রভূ/ঈশ্বর নয়। আরবি শব্দ "আল্লাহু তা'আলা" এর অর্থ সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য (একমাত্র) প্রভূ/ঈশ্বর, পবিত্র কুরআনে তিনি বলেছেন: "আমি তোমাদের প্রভূ/ঈশ্বর, আমার উপাসনা করো"।

তাহলে আল্লাহু তা'আলা তোমার প্রভূ/ঈশ্বর।
প্রিয় পাঠক! ! সত্য জানতে এত দিন হয়ে গেল, এখন কী করবেন? দ্বিধা করবেন না। সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার কোনও সময়সীমা নেই।

প্রিয় পাঠক! আপনি কোকিল হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কাকের বাসায় বড় হয়েছেন।
"আজ একমাত্র আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বর আছেন" এই বাক্যটি জ্ঞানের একটি ডানা গজিয়েছে। আপনার ডানা মেলে ধরুন এবং জ্ঞানের আকাশে উড়ুন যা আপনার।

আমরা আল্লাহু তা'আলার নামে, যিনি একমাত্র প্রভূ/ঈশ্বর, প্রতিজ্ঞা করছি।
আমরা একমাত্র প্রভূ/ঈশ্বরের উপাসনা করব "এই ইসলামী জ্ঞান লাভের দিন থেকে, আল্লাহু তা'আলার কৃপায় আমাদের জীবন এক স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করবে।

প্রজ্ঞা/জ্ঞান-২

তোমার ঈশ্বর কেমন?

প্রিয় পাঠক, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন!

অনেকেই ঈশ্বরকে স্বীকার করেন কিন্তু চান যে সেই ঈশ্বর কেবল তাদেরই হোক।

অন্যরা মনে করেন যে তাদের ঈশ্বর কেবল একটি নির্দিষ্ট দেশ এবং একটি নির্দিষ্ট জাতির। প্রিয় পাঠক! আপনি কি এর সাথে একমত?

আপনি একমত হবেন না কারণ ঈশ্বর এত সংকীর্ণ পার্থক্যের ঊর্ধ্বে।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি, মানবজাতিকে দেশ, জাতি এবং বর্ণের ভিত্তিতে আলাদা করেন না। তিনি উদাসীনতা বা ঘৃণা দেখান না।

ঈশ্বরের ভালোবাসা সকলের জন্য। কিন্তু যাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা, তারাই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে।

তাই বিশ্বাসই প্রকৃত ঈশ্বরের মাপকাঠি। কোনও জাতি, কোনও জাতি, কোনও বর্ণ দাবি করতে পারে না যে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আমাদের।

ধনীদের বাড়ি, গবাদি পশু এবং সম্পদ ইত্যাদি থাকতে পারে। এই ধরনের অধিকারের কারণে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে তাদের সম্পত্তি বলা যায় না। কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তি যার কোনও সম্পত্তি নেই কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস আছে, সে "বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রথম" হতে পারে।

কিছু ধর্মে "আমরা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত মানুষ এবং দাবি করি যে আমরা যে ভূমিতে বাস করি তা পবিত্র ভূমি।

কিছু ধর্মে, ধনীদের উপাসনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যা বেশি দানের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

প্রিয় পাঠক!
আপনার কি মনে হয় ঈশ্বরকে দেশ, জাতি এবং বর্ণের সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ভুল?

আপনি কি ঈশ্বরের সামনে ধনী হওয়ার জন্য বিশেষাধিকার পেতে চান না, তাই না?

সমগ্র বিশ্বের জন্য কি এমন কোন ধর্ম আছে যা একটি নির্দিষ্ট দেশ, একটি নির্দিষ্ট জাতি, একটি নির্দিষ্ট বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে?

ঈশ্বর সকল জাতির

* সকল জাতি এবং ভাষার।

* বর্ণ বৈষম্য দেখা উচিত নয়। পৃথিবীর সকল মানুষ একই মাতা-পিতার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ভাই!

* অর্থ বা সামাজিক মর্যাদাকে বড় মনে করা উচিত নয়। ঈমানই একমাত্র মাপকাঠি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা এই ঘোষণা দেয়!

যদি আপনি ইসলামের এই সুসংবাদগুলি পছন্দ করেন তবে পবিত্র কুরআন পড়ুন যা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বাণী পড়ুন।

* বিশ্বের মানুষ

* প্রথম মানব আদমের সন্তান!

ইসলাম বিশ্বের মানুষকে এটাই বলে এবং সুসংবাদ দেয়।

মসজিদে বা পবিত্র মক্কায় ধনীদের জন্য সামনের সারিতে কোন স্থান নেই।

যদি আপনি ইসলামে এই ধরণের স্পষ্টতা পছন্দ করেন, তাহলে আরও জানতে আসুন।

ভালো জ্ঞান - ভালো জিনিস সম্পর্কে জানতে দ্বিধা করো না। জ্ঞান অর্জনে অনীহা প্রকাশ অজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করে।

প্রিয় পাঠক! আপনি মৌমাছির মতো! আপনার কর্তব্য হলো মধুর দিকে উড়ে যাওয়া। ইসলাম হলো জ্ঞানে ভরা একটি ফুল।

উড়ে এসো! এসো জ্ঞান শিখো!

প্রজ্ঞা/জ্ঞান-৩

ঈশ্বরের কি প্রতিদান প্রয়োজন?

ঈশ্বরে বিশ্বাসী প্রিয় পাঠক! ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হিসেবে ঈশ্বর অবশ্যই আপনার জন্য ইউক্যারিস্ট* বর্ষণ করবেন।

কিন্তু আসুন আমরা বিবেচনা করি আমাদের বিশ্বাস কেমন ছিল। তুমি কি মনে করো ঈশ্বরের সন্নিধানে কিছু ফল, ফুল, খাদ্যদ্রব্য এবং স্বর্ণমুদ্রা উৎসর্গ করা কি ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের প্রতি অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে?

মানুষ যদি তার মায়ের অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে অক্ষম হয়, তাহলে সে কিভাবে তার ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিদান দেবে?

* মায়ের জন্য সন্তানের হাসিই যথেষ্ট!

* যখন একটি শিশু তাকে মা, মা বলে ডাকে, তখনই তার জন্য যথেষ্ট।

---

*ইউক্যারিস্ট শব্দটি গ্রীক শব্দ ইউক্যারিস্টিয়া থেকে এসেছে, যা নিজেই হিব্রু শব্দ বেরেকা-এর অনুবাদ। তিনটি শব্দেরই অর্থ ধন্যবাদ, অথবা ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের জন্য প্রশংসা । (ইংরেজি ভাষায়: Eucharist) একটি খ্রিস্ট ধর্মীয় পবিত্র ভোজনোৎসব যার মাধ্যমে যিশুর অন্তিম সায়মাশ বা লাস্ট সাপারকে স্মরণ করা হয়। এর অন্য নাম পুণ্য কম্যুনিয়ন, স্যাক্রামেন্ট অফ দ্য অল্টার, ব্লেসেড স্যাক্রামেন্ট বা প্রভুর সায়মাশ। ইউক্যারিস্টের বেশ কয়েক ধরনের ব্যাখ্যা আছে। তবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে, সাধারণত যেমনটা মনে করা হয় তার তুলনায় ইউক্যারিস্ট সম্পর্কে খ্রিস্টানদের মতৈক্য অনেক বেশি। ইউক্যারিস্ট শব্দটি দিয়ে কেবল আচারানুষ্ঠানটি নয়, বরং সেই উৎসবে ব্যবহৃত রুটি এবং পানীয় বোঝানো হতে পারে। তাই কাউকে বলতে শোনা যেতে পারে, তিনি ইউক্যারিস্ট গ্রহণ করেছেন আবার কেউ বলতে পারে তিনি ইউক্যারিস্ট উদ্‌যাপন করেছেন।

ঈশ্বর তাঁর ভক্তের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান/নৈবেদ্য চান না। ঈশ্বরের চিন্তায় ভক্তের অংশগ্রহণ - সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতাই ঈশ্বর চান।
* যদি এই চিন্তা মানুষের মনে আসে, তাহলে তাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের কোনও অভাব নেই। যে ব্যক্তি "আমাকে প্রতিদান দাও" বলে না, তাকে ঈশ্বরের মহত্ত্বও বুঝতে হবে।

পৃথিবীতে কি এমন কোনও ধর্ম বা বিশ্বাস আছে যা বলে যে ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে কিছু পেতে চান না। তিনি নিজের জন্য প্রতিদান হিসেবে আপনার কাছ থেকে কিছু পেতে চান না? আর তা হল ইসলাম।

মুসলমানদের প্রতিদিন মসজিদে যাওয়ার দিকে দেখুন। তারা কোনও কিছু প্রতিদান হিসেবে গ্রহণ করে না।

তারা "অযু" নামক কাজের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার করে। এর দর্শন হলো আমাদের পবিত্র প্রভূ/ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা উচিত। এবং নামাজের সময় প্রভূ/ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অন্য কোনও প্রতিদান/নৈবেদ্য নিবেদন করা উচিত নয়।

প্রিয় পাঠক! আপনার মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। যদি প্রভূ প্রতিদান/নৈবেদ্য না চান, যদি ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের আয় বৃদ্ধি পায় - তাহলে ইসলাম কি আমাদের নিজেদের তা আস্বাদন এবং উপভোগ করার অনুমতি দেয়?

না, ইসলাম বলে, "আল্লাহু তা'আলা/ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমি যে সম্পদ পেয়েছো তা তোমার আশেপাশের দরিদ্রদের দান করো।" ইসলাম নির্দেশ দেয়, "দানের মাধ্যমে তুমি পবিত্র হও।" এই ধরণের দানকে যাকাত বলা হয়। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা!

* ইচ্ছামত দান করা জায়েজ/অনুমোদিত নয়।
* ইসলাম দরিদ্র, অভাবী এবং সৎ পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়।

প্রিয় পাঠক! এই বার্তাগুলিতে আপনার লক্ষ্য করা উচিত যে প্রধান বিষয় হল ইসলামের প্রভূ/ঈশ্বর কোন প্রয়োজন ছাড়াই দানশীল; যিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে চান না। কিন্তু একই সাথে, তিনি তাঁর ভক্তদের আদেশ দেন যে, তিনি যে সম্পদ দান/আশীর্বাদ করেছেন তা অন্যদের দান করুন।

প্রিয় পাঠক! আজ পর্যন্ত আপনি এমন একজন প্রভূ/ঈশ্বরের খোঁজ করছেন! ঠিক আছে?

* দেখুন - আপনার প্রভূ/ঈশ্বর
* দেখুন - আপনার ধর্ম

কখনো ভাববেন না যে, আল্লাহু তা'আলা (প্রভূ/ঈশ্বর) কেবল মুসলমানদের এবং সেই ধর্ম কেবল তাদের।

প্রিয় পাঠক, আল্লাহু তা'আলা আপনার, আপনার পরিবারের এবং বিশ্বের সকল মানুষের প্রভূ/ঈশ্বর! তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলাম!

আমরা আপনার লেখাটি আপনার সাথে যুক্ত করেছি। প্রিয় পাঠক, এটি নিয়ে ভাবার দায়িত্ব আপনার!

প্রজ্ঞা/জ্ঞান-৩

পুরনো ধর্ম ত্যাগ করতে চান?

হে ধার্মিক লোকেরা!

তোমাদের মনে সন্দেহ থাকতে পারে। "এক ঈশ্বর" তত্ত্ব গ্রহণ করলে কি আমাকে আমার পুরনো ধর্ম ত্যাগ করতে হবে? এটাই সন্দেহ!

তোমাদের পুরনো ধর্মেও যদি কেবল এক ঈশ্বর দর্শন ছিল, তাহলে তা খতিয়ে দেখা যায়।

হিন্দুধর্ম পরব্রহ্ম নামক এক দেবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তামিল সিদ্ধদের মধ্যে প্রাচীনতম থিরুমুলার বলেছেন যে "আমাদের বংশ এক, আমাদের ঈশ্বর এক"। তাই পুরনো ঐশ্বরিক নীতি এক গিদের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

ভারতীয়ার তার কবিতায় "অজ্ঞ ব্যক্তি যে হাজার দেবতার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়" তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। ইসলাম এমন কঠোরতা দেখায় না। অন্যদিকে, এটি বলে যে "ঈশ্বর এক"।

অনেক হিন্দু ধর্মীয় ঋষি, জ্ঞানলাভের পর, বন, পাহাড় এবং উর্বর প্রান্তরে ধ্যান করেছিলেন এবং অনেক দেবতাদের উপাসনা না করে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করেছিলেন।

রামলিঙ্গ আদিগল বহু দেবতা - মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদির উপাসনাকে "মন্থ জ্ঞানম" বলেছেন। "উচ্চতর জ্ঞান" অর্থ নিরাকার প্রভুর উপাসনা করা।

বৈষ্ণবধর্মও অনেক দেবতাকে নিন্দা করে, যেমনটি এই বিবৃতিতে দেখা যায় "বৈষ্ণবধর্মের ভক্তরা কখনও ভুলেও মূর্তি পূজা করেন না"।

এমনকি বাইবেলে, পুরাতন নিয়মে, এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা এক ঈশ্বরকে নির্দেশ করে। খ্রিস্টান গির্জার প্রার্থনায় "আমরা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি" এই পদটি এসেছে।

সুতরাং দেখা যায় যে সকল ধর্মেই "এক প্রভূ/ঈশ্বর নীতি" একটি গভীর স্রোত।

বহুঈশ্বরবাদ ত্যাগ করা - একেশ্বরবাদ আপনার ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এর মধ্যে মিশে থাকা "নিস্তেজ জ্ঞান" ত্যাগ করে গভীর জলপ্রবাহে স্বীকার করায় দোষ কী?

ধর্ম কেবল ছদ্মবেশ এবং স্লোগানের বিষয় নয়। বিশ্বাস হল ভিত্তি। সেই বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা হল একটি ঐশ্বরিক নীতি।

থিরুভাল্লুভার বলতেন:

পাত্রুকা পাত্রত্রান পাত্রিনাই অপ্পাত্রিপ

পাত্রুকা পাত্রু ভিতার্ক

— (লিপ্যন্তর)

যে কিছুই আঁকড়ে ধরে না তাকে আঁকড়ে ধরো; আর তাই আঁকড়ে ধরে, অন্যকিছু আঁকড়ে ধরে থাকা বন্ধ করো।

"যার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, সেই ঈশ্বরকে কামনা করো; তাঁকে কামনা করা মানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা"

অনেক দেবতার প্রকাশ কেবল গল্পেই দেখা যায়। ইসলাম যা বলে "অনন্ত আশ্রয়" তা হল "একক প্রভূ/ঈশ্বর যার কোন উপমা নেই এবং উপমার কোন প্রয়োজনও নেই।"
পবিত্র কুরআনে বলা হয়নি যে, "এক ঈশ্বর" নীতি কেবল নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) আরবে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচারিত করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বের প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে "এক ঈশ্বর" নীতি পৌঁছে দেওয়ার জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল। এরপর ভারতে অনেক রাসূল এসেছিলেন এবং তারা একটি ঐশ্বরিক নীতিও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অবশেষে ক্ষয়-পঁচন দেখা দিতে পারে এবং বহুঈশ্বরবাদ আসতে পারে। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তখনই এসেছিলেন যখন আরবে "এক ঈশ্বর" নীতি বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং বহুঈশ্বরবাদের উপাসনা শুরু হয়েছিল।

আরবে "এক ঈশ্বর" উপাসনার জন্য নির্মিত কাবার ভেতরে এবং বাইরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

যখন "বিবর্ণ জ্ঞান" আবির্ভূত হয়েছিল, তখন নবী (সাঃ) "এক আল্লাহ্/ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। ধীরে

ধীরে আরবরা হস্তক্ষেপকারী বিশ্বাস ত্যাগ করে প্রথম - আদি - একেশ্বরবাদী উপাসনা গ্রহণ করেছিল।

একইভাবে, তোমরা হস্তক্ষেপকারী বহুঈশ্বরবাদ ত্যাগ করে একেশ্বরবাদ, আদিম বিশ্বাস গ্রহণ করতে যাচ্ছ।
* যেমন এতিম পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ পেয়েছে...
* এটা ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে নোংরা পানির পরিবর্তে বিশুদ্ধ পানি পেয়েছে...
* এটা একটা আঁচড়ানো ব্যক্তির চুল কাটার মতো।
আপনার ইতিমধ্যেই বিভ্রান্ত বিশ্বাসে স্পষ্টতা - দৃঢ়তা - আনা একটি ঐশ্বরিক নীতি।

আমরা হয়তো পূর্ববর্তী প্রজন্মের পথ ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক।

আমরা কি সেই প্রজন্মের পোশাক, স্টাইল এবং আচার-আচরণ এখন একই রাখি? না। কেন আমরা সত্য এবং আরামদায়ক কিছু গ্রহণ করতে এবং বাকিগুলি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক?

কোনটি আগের? এই অনিচ্ছা বিভ্রান্তির কারণে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের নীতি এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মের নীতি "একটি ঐশ্বরিক নীতি" হিসাবে উপলব্ধি করা হলে অনিচ্ছা চলে যায়।

পরবর্তী দ্বিধা হল "এক ঈশ্বর" গ্রহণ করলে কি আমাকে মুসলমানদের মতো পোশাক, আকৃতি, খাদ্যাভ্যাস সবকিছু পরিবর্তন করতে হবে?

এগুলি সবই গৌণ! প্রথম প্রয়োজন হল "এক ঈশ্বরে বিশ্বাস"। অন্তরে, হৃদয়ে "এক ঈশ্বর" এর দৃঢ় নীতি রয়েছে।

তাই হারানোর কিছু নেই। এক ঈশ্বরের নীতি গ্রহণ করার অর্থ ক্ষতি সবকিছুই অন্ধকার।

আমরা কি অন্ধকারের বিলুপ্তিতে শোক করব?

"এক ঈশ্বর" অর্থ, একটি ঐশ্বরিক নীতি, আলো, জ্ঞানের বাতাস, সিঁড়ি, আরোহণ, সমগ্র বিশ্বের জন্য, সমস্ত ভাষার জন্য সঠিক পথ! চিন্তা করুন! কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন!

মুসলিম হওয়া ও কিভাবে একজন মুসলিম হওয়া যায়?

আমাদের কি বিষয় জানা দরকার? নিম্নলিখিত বিষয় আন্তরিকতা ও নিশ্চিতভাবে বলার মাধ্যমেই মুসলিম হওয়া সম্ভব।

"আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"

অর্থঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহু তা'আলা ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহু তা'আলার রাসূল।"

এখন কি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করার, সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করার এবং আপনার স্রষ্টাকে গ্রহণ করার সঠিক সময় নয়?

শাহাদাহ্ (বিশ্বাস - অঙ্গীকার)

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হলো 'কালিমা' নামক 'শাহাদাহ্'র মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করা।

"আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহু তা'আলা ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহু তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

নিশ্চিতকরণ: আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

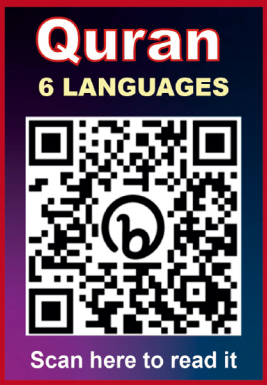
শপথের প্রথম অংশে রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা আল্লাহু তা'আলা মানব সমাজকে দান করেছেন, যে মহান আল্লাহু তা'আলা ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই, যা আল্লাহু তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন;

➤ আর তোমার পূর্বে আমি এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, "আমি ছাড়া কোন মা'বূদ/উপাস্য নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদাত (উপাসনা) করো।" -(কুরআন ২১:২৫)

এই শাহাদাহ্ (কালেমা) পাঠের মাধ্যমে একজন মুসলিম স্বীকার করে যে আল্লাহু তা'আলা সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল।

এর মাধ্যমে, একজন মুসলিম তার হৃদয় ও আত্মাকে আল্লাহু তা'আলার আরও কাছে নিয়ে আসে এই বলে যে, আল্লাহু তা'আলা ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়, এবং তাঁর উপর নির্ভর করে, তাঁর উপর আস্থা রেখে এবং তাঁর প্রতি তার বিশ্বাস, অঙ্গীকার এবং আনুগত্য নিবেদিত করে।

- সমাপ্ত -







Who is Prophet Muhammed ?

Say, "I am not something new among the messengers, nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am no but a clear warner.

Quran 46:9







The Quran

English, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil & Telugu



bit.ly/the-qurans

एक भगवान?
या
अनेक भगवान?



ek bhagavaan?
ya anek bhagavaan?

இறைதூதர் முஹம்மத்(ஸல்)
வாழ்க்கை வரலாறு & படிப்பினைகள்.



Are you also a seeker of True God?



MASOF

MAS Foundation Trust
Thacker Street
Purasawalkam
Chennai
88388 92393

Truths told in Quran about Jesus and Mary (peace be upon them).



(Things Christians Need to Know)

Does God exist?
Will He shows up?

(For an Atheist)



உண்மையான இறைவனை
தேடுபவரா நீங்கள்?



படிப்பதற்கு இங்கே scan செய்யவும்

இயேசு (அலை), மேரி (அலை)
பற்றி குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள
உண்மைகள்.



படிப்பதற்கு இங்கே scan செய்யவும்

இறைவன் இருக்கின்றானா?
நேரில் காட்சி தருவானா?



படிப்பதற்கு இங்கே scan செய்யவும்